সংবাদ

VZ Report

তারিখ 28 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

নাজিরপুরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামতের নামে হরিলুট

প্রতিনিধি, নাজিরপুর

প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় সিডরের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামতের নামে নাজিরপুরে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। শিক্ষা ও এলজিইডি অফিস অভিযোগ আমলে নিচ্ছে না।

উপজেলায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল সরকারি ও রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় আংশিক ক্ষতি ৩৭টি, সম্পূর্ণ ক্ষতি ১৭টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় আংশিক ক্ষতি ৩৭টি, সম্পূর্ণ ক্ষতি ১১টি এবং কলেজ আংশিক ক্ষতি ৩টি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় নাজিরপুর উপজেলায় সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ কোটি ৩১ লাখ ২০ হাজার এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের জন্য ৭৬ লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ দিলে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ১২৩টি বিদ্যালয়ে এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস ৪১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আংশিক ক্ষতির মাত্রা [illegible] মেরামতের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেয়। ১১১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের কোন ক্ষতি না হলেও ৩০ হাজার থেকে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত বরাদ্দ দেয়া হয়। এর মধ্যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে সিডরের আগে মেরামতের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়। ক্ষতি না হলেও আংশিক ক্ষতি দেখিয়ে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২৩ নং উত্তর [illegible], ২৬ নং [illegible], ৭ নং দক্ষিণ বানিয়ারী, ২১ নং মনোহরপুর, ২৮ নং মধ্য [illegible], ৪৪ নং চাঁদকাঠী, ৩০ নং বৈঠাকাটা, ৪৩ নং ছৈলাবুনিয়া, ৫০ নং শিমুতলা, ৫১ নং বেকোরখাল, ৫২ নং বেকোরখাল, ৫২ নং পাখরীকাঠী, ৫৩ নং দক্ষিণ পাখরীকাঠী, ৫৪ নং মধ্য [illegible]বুনিয়া, ৫৫ নং চিথলিয়া, ৫৬ নং বুইচাকাঠী, ৬২ নং বাউনকাঠী, ৬৩ নং সাতকাছিমা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ২১ নং পশ্চিম কাঁঠালিয়া, ৫৩ নং ভুবনখালী, ৪৬ নং [illegible]বুনিয়া রেজি. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সরজমিন ঘুরে দেখা গেছে, স্থানীয় রাজমিস্ত্রিরা ভবনের অল্প স্থানের প্লাস্টার [illegible] দিয়ে তুলে ফেলে নতুন করে প্লাস্টার ক্ষতির নমুনা তৈরি করে মেরামতের নামে অর্থ আত্মসাৎ করেছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শুধু রঙের কাজ করতে দেখা গেছে। ৫টি বিদ্যালয়ের মেরামতের কাজে নিয়োজিত রাজমিস্ত্রি [illegible] জানায়, সিডরে ক্ষতির বরাদ্দ নিয়ে যে কাজ করানো হচ্ছে তা না হলেও বিদ্যালয়ের কোন অসুবিধা হতো না। ৪টি বিদ্যালয়ে মেরামতের কাজে নিয়োজিত কাঠমিস্ত্রি মোস্তফার [illegible], প্রশান্ত বড়াল রাজমিস্ত্রি [illegible] একই কথা জানায়। উপজেলায় অধিকাংশ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষা ও এলজিইডি অফিসের সংশ্লিষ্ট কতিপয় কর্মকর্তার যোগসাজশে বরাদ্দকৃত টাকা মেরামতের নামে আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। একই উপায়ে সিডরের আগে বিদ্যালয় মেরামতে বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাৎ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এদিকে ৮৬ নং মধুরবোধ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৬৫ নং বিলডুমুরিয়া রেজি. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ম্যানেজিং কমিটির ১১ সদস্যের মতামত না নিয়ে কোন সভা না করে সভাপতি প্রধান শিক্ষককে দিয়ে ৩ সদস্যের বাড়ি গিয়ে ভুল বুঝিয়ে সই নিয়ে প্রকল্প কমিটি গঠন করেন। প্রধান শিক্ষক সিডিউল অনুযায়ী কাজ করতে গেলে দুর্নীতিপরায়ণ সভাপতি তাকে বাধা দেয়। এ নিয়ে সভাপতি ও প্রধান শিক্ষকের মধ্যে মতবিরোধ চলছে বলে বিদ্যালয় দু'টির অন্যান্য সদস্য ও এলাকাবাসী জানায়। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ১১ জন সদস্যের মতামত না নিয়ে সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক তাদের পছন্দের ৩ সদস্য নিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করে নিম্নমানের মালামাল নিয়ে মেরামতের কাজ করে বলে ৬৫ নং বিলডুমুরিয়া রেজি. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সদস্য মধুসূদন হালদার, মোহাম্মদ আলী শেখ, আ. রশিদ হাওলাদার, নুরউদ্দিন বেপারি, মাস্টার বিপুল মণ্ডল, শ্যামলাল সুতার, ২১ নং পশ্চিম কাঁঠালিয়া রেজি. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সদস্য মো. সিদ্দিক মৃধা, কেশবলাল বড়াল, নিখিল রায়, জ্যোতিষ চন্দ্র হালদার জানান। এছাড়া উপজেলায় ২১টি বিদ্যালয় নতুন ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। যেসব বিদ্যালয়ে সিডরে ক্ষতি দেখিয়ে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে; কিন্তু সিডরে এসব বিদ্যালয় ভবনের কোন ক্ষতি হয়নি বলে এলাকাবাসী জানায়।